ভূমিকা।

সাহিত্য-সংসার মধ্যে কাব্য একটী মনোহর পুষ্পোদ্যান স্বরূপ; তাহাতে বিমল পরিমল পরিপূরিত পদ-প্রসূন রাজী সর্ব্বদা বিকসিত হইয়া সুরসিক ভাবুক ভ্রমণকারীর চিত্ত অনুরঞ্জিত করে। আমি একদা ভাবুক ভাবে ঐ মনোহর পুষ্পোদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কষ্টে তাহার প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি, চতুর্দ্দিকে নীল, পীত, লোহিত, হরিত রাগ-রঞ্জিত সুগন্ধ-কুসুম-সম্পাদ-পাদপ শ্রেণী গর্ব্বে শোভা বিস্তার করিতেছে, কোন স্থানে চয়িত কুসুম-সমূহ ভূতলে নিচিত রহিয়াছে, কোথাও বা রচিত কুসুম-স্তবক ও [illegible] বিলম্বে রহিয়াছে। দূরে দৃষ্টি-পাত করিয়া বালক, তরুণ, বৃদ্ধ [illegible] সম্প্রদায়ের লোক দেখিতে পাইলাম। তাঁহাদের মধ্যে কেহ গম্ভীর ভাবে স্থির চিত্তে মালা গ্রন্থন করিতেছেন, কেহ আনন্দে স্তবক বিন্যাস করিতেছেন, কেহ বা কুসুম অপচয়ন করিতেছেন। তদ্দর্শনে আমার স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, যে সকল মালা ও স্তবক ইতস্ততঃ পাতিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহাদের মধ্যেই কেহ না কেহ প্রস্তুত করিয়াছেন; আর যাঁহারা যত্নে কুসুম চয়ন করিতেছেন তাঁহারাই মালা কি স্তবক রচনার অভিপ্রায়ে পুষ্প সংগ্রহ করিয়া ভূতলে রাখিয়াছেন, এবং অপেক্ষাকৃত অধিকতর আহরণ করিতেছেন। এই সকল বিলোকনে আমিও মালা-রচনাভিলাষী হইয়া কুসুম-চয়নে প্রবৃত্ত হইলাম। কথিত উদ্যানমধ্যে কুসুমের অভাব

নাই, অতএব অল্পায়াসেই যথেষ্ট পুষ্প সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলাম; কিন্তু অপটুতা-নিবন্ধন কোনটীর বা দল, কোনটীর বা বৃন্ত ছিন্ন হইয়া গেল। তাহাতে ঈপ্সিত কার্য্য সমাধা করিতে পরাঙ্মুখ না হইয়া ভাব-সূত্র যোগে মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতেও নানারূপ ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল, অপেক্ষাকৃত দল, ও বৃন্ত ছিন্ন হইয়াও গেল, এবং অধিকাংশ দলিত হইয়া মধুর গন্ধ তিক্তে পরিণত হইল, ভাব-সূত্রও ফুরাইয়া গেল, সুতরাং মালা সংকীর্ণ, কুৎসিত, ও পূতিগন্ধ বিশিষ্ট এক অপূর্ব্ব পদার্থ হইল। যদিও তাহাতে আমি যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলাম তথাপি অধ্যবসায় ভঙ্গ হইল না, কি সেই অপূর্ব্ব মালা সাধারণ সমীপে উপহার স্বরূপে উপস্থিত করিতে অণুমাত্র সঙ্কুচিত হইলাম না, কারণ বঙ্গবাসী বিজ্ঞ জনগণ করুণার্দ্র হইয়া আমার ক্ষোভ ও দুঃখাপনোদনের জন্যই হউক, কি প্রথম উদ্যমে উৎসাহ দানের জন্যই হউক, অথবা রচনার উৎকর্ষাপকর্ষের উপর দৃক্পাত না করিয়া কেবল উপকরণ সামগ্রীর উপাদেয়তায় মুগ্ধ হইয়া আমাকে মার্জ্জনা করিলেও করিতে পারেন। সেই সাহসে এই ক্ষুদ্র "রিপু-বিহার" নামক গ্রন্থখানি সাধারণ সমীপে উপহার প্রদান করিতে সাহসী হইলাম। এবং সুধীগণের অভিপ্রায় জানিতেও আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

কলিকাতা
কাশীপুর
১২৯৮ সাল
১লা বৈশাখ

শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার।

[illegible]পুর [illegible] [illegible]রাজি-স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible]চরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। উক্ত মহোদয় যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়াছেন।

এই পুস্তকখানি রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে বিরত ছিলাম, কিন্তু গাবা [illegible]-লার স্কুলের মেম্বার শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের আমোদ বর্দ্ধনার্থে মুদ্রাঙ্কিত করিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
গাবা।

কল্পনা দেবীর প্রতি।

হে দেবি কল্পনে মাতঃ! পীযূষ-ভাষিণী,
প্রবৃত্ত হইয়াছিনু তব উপাসনে ;
যে বর দিয়াছ মোরে, মানস তোষিণী,
বুঝুন তাহার গুণ গৌড়-জনগণে।

রিপু-বিহার।

ভুল না কারণ সুখে, সকল-কারণে।
কারণ কারণ তাহে, কারণ হরণে॥

অখিল-কারণ, নিখিল-তারণ,
কল্পাতীত সনাতন।
অল্প কল্পনায়, এই সমুদায়,
ক্রীড়া-কল্পে সুকল্পন॥
কল্পিত জগতে সূর্য্য আদি যত,
গ্রহ তারা ব্যোমচর।
করিয়া সৃজন, নিত্য নিরঞ্জন,
বিভু সর্ব্ব-শক্তিধর॥
সুসজ্জিতে সৃষ্টি, করিলেন সৃষ্টি,
নানা বস্তু মনোহরে।
যথা চিত্রকার, চিত্রিয়া আকার,
রাগেতে রঞ্জন করে॥

কারণ—ইন্দ্রিয়, বীজ, মদ্য, হেতু বা নিমিত্ত, দেহ,
রাগেতে—বর্ণদ্বারা।

ঘোর ঘন ঘটা, তাহে তড়িৎ ছটা,
নির্ঘোষে অম্বর-দেশে।
করকা কলিত, বর্ষে নিয়মিত,
আশু ঈশ্বর-আদেশে॥
নিরূপিত ক্রমে, ষড় ঋতু ভ্রমে,
রমণীয় ভাব ধর।
সজল সাগর, নদী সরোবর,
গৈরিক মিশ্রিত ঝর॥
পর্ব্বত সকল, পাদপ পটল,
তৃণ, লতা, শোভাময়।
বসপ্রসূ ফল, প্রসূন সদল,
স্থলজ জলজ দ্বয়॥
কীটাদি বিহঙ্গ, উরগ পতঙ্গ,
নানাবিধ জীবগণ।
সৌসাদৃশ্য দেহ, নাহি হয় কেহ,
ভিন্ন বৃত্তি ভিন্ন মন॥
"ধর্ম্ম অর্থ কাম, শুভ তিন নাম,"
বিবেক বিজ্ঞান বল।

গৈরিক—রক্তবর্ণ মৃত্তিকা
উরগ—সর্প।

ক্রমেতে সৃজন, ষড়বর্গগণ,
কাম আদি রিপুদল ॥
বর্ণনা অতীত, হইলে রচিত,
অনুপম সমুদায় ।
যথা রীতিমত, জীব আদি যত,
রাখে মন প্রভু-পায় ॥
কেবল দুরন্ত, রিপু বলবন্ত,
হইল বিদ্রোহী সবে ।
মিলি ছয় জনে, ভাবে একমনে,
সৃষ্টি নষ্ট কিসে হবে ॥

কাম,—কমনীয় কায় কান্তি, কাঞ্চন লাঞ্ছন,
তাহে, কম্বুকণ্ঠে মালারূপে, কুসুম কলন ॥
নানা, আভরণ সুশোভন, সুমধুর স্বর ।
সঙ্গে, সতত সুরতে রত, ললনা নিকর ॥
ক্রোধ,—বিশাল সালের সম শরীর গঠন ।
সদা, দুর্নীত, ঘুর্ণিত মন, লোহিত লোচন ॥
ভীম, অসি-চর্ম্ম-ধারী অঙ্গ, আয়সী বেষ্টন ।
বর্ষে, কড় মড় কড়কড়ে ভীষণ দশন ॥

আয়সী—লৌহময় কবচ ।

লোভ,—লম্বোদর, দীর্ঘদেহ, বিলোল রসন।
শোভে, শরীরে বসন ভাল, বিবিধ ভূষণ ॥
তবু, আশা নিবারণ নহে, মানস বিকল।
কিসে, পাইব প্রচুর করে, ভাবিছে কেবল ॥
মোহ,—মূর্চ্ছাগত অহোরাত্র, ক্রিয়াশূন্য কায়।
কিছু, নাহি জানে কি ঘটেছে, ঘটিবে পরায় ॥
মাত্র, ক্ষণকাল সচেতন, বিলাস-সময়।
পরে, অগ্রের অধিকতর, অচেতন হয় ॥
মদ,—মত্ত সদা মধু পানে, আরক্ত নয়ন।
কভু, মনের হরিষে হাসে, কখন রোদন ॥
টলে, টলটল মুহুর্মুহুঃ, চরণযুগল।
ঢলে, ঢলঢল অবিরল, দেহে নাহি বল ॥
তবু, উন্নমিত গ্রীবা বক্র, মনে গর্ব্ব জ্বলে।
সদা, বাসনা সকল জীবে পদতলে দলে ॥
ক্ষীণ, মাৎসর্য্য শরীর সুখি, পরের বিপদে।
নাহি, ধর্ম্মাধর্ম্ম ভয় ক্ষুব্ধ, পরের সম্পদে ॥
ভ্রমে, পূরাইতে মনবাঞ্ছা, অবনি উপর।
কিন্তু, বিরত বিভুর ভয়ে, বিরক্ত অন্তর ॥

কুজনিছে—ডাকিতেছে। কুমুদবান্ধব—চন্দ্র।
সকাশে—সমীপে, নিকটে। কুতুকিনী—আহ্লাদিতা।
কৌমুদী—জ্যোৎস্না। সরসী—জলাশয়।
কমল—জল, পদ্ম।

এক দিন ষড় রিপু একত্র হইল।
নিজ নিজ মনোভাব, প্রকাশ করিল॥
কাম কহে প্রকৃতির, কমনীয় ভাব।
হেরিয়া হারাই চিত, স্বভাব প্রভাব॥
রঞ্জন নিকুঞ্জবনে, শোভাময় শাখী।
তদুপরে কুতূহলে, কূজনিছে পাখী॥
প্রভূত প্রসূন-রেণু, সুরভি প্রকাশে।
সমীরণ-সহকারে, সঞ্চরে সকাশে॥
আহা! কি আমোদপ্রদ, নিশি অনুভব:
কৌমুদী প্রকাশে যবে, কুমুদ-বান্ধব।
কুমুদিনী কুতূকিনী সরসী-কমলে।
গঞ্জিয়া দুলিতে থাকে, মুদিত কমলে॥
পেট পুরি পরিমল, পান করি অলি।
গুণ গুণ গান করে, সদা কুতূহলী॥
গাইছে রাগিণী রাগ, সুমধুর তানে।
তাল লয় রসাইছে, তাল লয় দানে॥
মরি কিবা রমণীয়, রমণী-রতন।
ইচ্ছা হয় হৃদে ধরি, করিয়া যতন॥
ভুঞ্জিতে বিভব সব, বাঞ্ছা সদা মনে।
নারি পুরাইতে আশা, বিভুর বারণে॥

সমাকৃষ্ট—সম্যক্‌রূপে আকর্ষিত।

শুনি ক্রোধ কহে কথা, সরোষ অন্তর।
হীনের প্রবীণ ভাগে, দহে কলেবর॥
যেই দিকে করি আমি, সতত চরণ।
মনানন্দে মগ্ন তথা, থাকে জীবগণ॥
দেখিয়া আমায় কেহ, নাহি করে ভয়।
পথ হ'তে নাহি সরে, প্রাণে কি তা সয়॥
সুশীতল সমীরণ, মম সেব্য নয়।
কুসুম সৌরভ শঠ, সর্ব্ব-স্থানে বয়॥
শাসিতে সকলে ক্ষম, স্বমানস ক্রমে।
কষ্টে সমাকৃষ্ট মন, স্রষ্টার নিয়মে॥
কহিতে লাগিল লোভ, লোলুপপ্রকৃতি।
বারেক হেরিয়া বস্তু, হয় কি হে প্রীতি॥
সুমিষ্ট মিষ্টান্নচয়ে, সাজান বিপনী।
মনে ভাবি সমুদায়, খাইব আপনি॥
রসাল রসাল আদি, ফলে নানা ফল।
রসিতে মধুর রসে, রসনা বিকল॥
বিভব বিলাস যুক্ত, বিশাল ধরণী।
অন্যে উদাসীয়া ইচ্ছি, লভিব এখনি॥
তূর্ণ সাধ পূর্ণ নহে, শীর্ণ দেহ মন।
আশায় ভরসা দানে, রাখিছে জীবন॥

রসাল—সুরস, আম্র। তূর্ণ—শীঘ্র। প্রত্যবায়—পাপ।

ঘটিছে ঘটনা এত, জগদীশ লাগি।
তুষিব না পাছে হই, প্রত্যবায়-ভাগী॥
মোহ, মুগ্ধ স্বভাবের, ভাব দরশনে।
সম্বোধি কহিছে দুষ্ট, নিজ সঙ্গিগণে॥
সার তত্ত্বে মত্ত দেখ, জীবগণ সব।
ঈশ্বরে আরাধে মাত্র, না ভোগি বিভব॥
কি ভ্রান্তি! সুখদ সর্ব্বে, হইয়া বিরত।
কাটি কাল মহাকষ্টে, হইবে নিহত॥
পারি ভুলাইতে ভ্রমে, অন্যথা না হয়।
নিয়ম কঠিন হেতু, সশঙ্ক হৃদয়॥
মদ, হৃষ্ট মোহবাক্যে, কহে সর্ব্ব জনে।
মতে মতে মিলিয়াছে, মোহ ভ্রাতা সনে॥
ইচ্ছা হয় জ্ঞানশূন্য, হোক জীবগণ।
মাতিয়া করুক পাতা, পদবী লঙ্ঘন॥
সময় হরুক মম, চরণ সেবনে।
স্মরুক আমার নাম, জীবন মরণে॥
মৃদু ভাবে ভাষে পরে, মাৎসর্য্য দুর্ম্মতি।
নিয়ত পরের সুখে, দগ্ধ মম মতি॥
কেন তারা অঙ্গে পরে, নানা আভরণ।
কেন তারা নিত্য করে, সুখেতে ভোজন

পাতা—রক্ষিতা। পদবী—পন্থা, পদ্ধতি।

কেন তাহাদের সদা, প্রয়াস বিলাসে।
কেন তারা বাস করে, শোভাময় বাসে॥
এখনি মরুক সবে, এখনি মরুক।
নতুবা দুঃখের বাস, সত্বর পরুক॥
একাকী করিব ভোগ, এ ভববিভব।
নিয়মে নিবারে ইচ্ছা, না দেখি সম্ভব॥

বর্ণি দুঃখ-বিবরণ, কুচরিত রিপুগণ,
করিল সকলে মিলি ধার্য্য।
না করিব বিভুভয়, যার যাহা মনে লয়,
তখনি করিব অনিবার্য্য॥
যদি এই ছয় জন, সবে হই এক মন,
পলকে প্রলয় কাণ্ড হয়।
কিসের ঈশের মান, ভাঙ্গিব তাহার ভান,
না হয় জীবন হবে ক্ষয়॥
মহাহৃষ্ট দুষ্ট কাম, পুরে কাম অবিরাম,
আরামে আরাম লাভ করে।
কুঞ্জ কুঞ্জ পিকরব, প্রফুল্লিত ফুল সব,
গুঞ্জরে ভ্রমর মঞ্জু স্বরে॥

আরাম—উপবন, বিশ্রাম।
মঞ্জু—মনোহর। প্রহরণ—অস্ত্র।

মাত্তি পরাঙ্গনা সঙ্গে, অষ্ট যাম যাপ্যরঙ্গে,
মনোভঙ্গ নহে কদাচন।
লঙ্ঘিল নিয়মচয়, নষ্ট জগদীশ ভয়,
কখন করে না আরাধন॥
বিষম বলিষ্ঠ ক্রোধ, নাই হিতাহিত বোধ,
ভীমতম প্রহরণ করে।
অতি অল্প দোষে দণ্ড, সৃষ্টি করে লণ্ডভণ্ড,
জীবের জীবনধন হরে॥
হরষিত চিত লোভ, মিটাইল মনঃক্ষোভ,
পরধন করিয়া হরণ।
যত পায় তত লয়, বঞ্চি জীব সমুদয়,
হইল বারণ বিস্মরণ॥
মোহ, মহামোহ যুত, ভাবে মিলি পঞ্চভূত,
হইয়াছে সকল সৃজন।
মিথ্যা বিভু, নিত্য সব, মিথ্যা সত্য অনুভব,
ভ্রমমাত্র পাতার পূজন॥
মাতিল মাদকে মদ, চলিতে চঞ্চল পদ,
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে অঙ্গ॥
যখন যে পথে গতি, আকুলিত জীবমতি,
পলায় সত্বর ছাড়ি সঙ্গ॥

ভ্রষ্ট—স্খলিত। রসা—পৃথিবী।

তাহা দেখি মৃদু হাসে, কভু কটুভাষে ভাষে,
কখন মারিতে করে আশ।
ইচ্ছা ধায় অতি ক্রোধে, ভ্রষ্ট পদগতিরোধে,
তবু নয় কু-আশার নাশ॥
উদাসিয়া জীবদলে, লয় বলে ছলে কলে,
যার যত যতনের ধন।
নহে প্রভু ভয়ে ভীত, দহিয়া পরের চিত,
মহাসুখী মাৎসর্য্য দুর্জ্জন॥
হইয়া উত্ত্যক্ত মন, রসাবাসী জীবগণ,
পরমেশে করিল জ্ঞাপন।
ওহে পিতঃ! দয়াময়, সংহর সভার ভয়,
বিপদে পতিত পুত্রগণ॥

জানি জীবগণে রিপু, করিছে পীড়ন।
অনাদি অবিদ্যা ভাবে, তম উদ্দীপন॥
রজ গুণে আশু হ'ল, বাৎসল্য উদয়।
আত্মজ উপরে পিতৃ, ক্রোধ স্থায়ী নয়
পালন উপায় সত্ব, গুণে উদ্ভাবন।
জীবের জঞ্জাল জাল, করিতে খণ্ডন॥

অবিদ্যা—ব্রহ্মের ভাববিশেষ, মায়া।
সত্ব, রজ, তম—ব্রহ্মের গুণত্রয়।

চিন্তিলেন চিন্তামণি, রিপু ছয় জন।
মহামোহ মায়া-হ্রদে, সম্যক মগন॥
অতএব না হইলে, মায়ার মোচন।
কদাপি হবে না কেহ, পরিশুদ্ধ মন॥
সৃষ্টির অরিষ্ট দৃষ্ট, হবে নিরন্তর।
প্রকাশিবে রিপুদল, বল ধরাপর॥
সেই হেতু করিলেন, শরীর হরণ।
জগত-জনক বিভু, নিত্য নিরঞ্জন॥
তদবধি হ'ল রিপু, আকার রহিত।
হিতে বিপরীত সবে, জঞ্জাল জড়িত॥
হারাইয়া দেহ গেহ, না পায় ধরায়।
জীবগণ মনে লয়, আশ্রয় ত্বরায়॥
সৃষ্টিমধ্যে শ্রেষ্ঠ মানি, মানব নিকরে।
দৃঢ় শূল বদ্ধ-মূল, প্রশান্ত অন্তরে॥
মানসে মিলিত হয়ে, দুষ্ট রিপু গণে।
রত করে নিয়ন্তার, নিয়ম লঙ্ঘনে॥
ক্রোধ বলে নরগণ, করে সদা রণ।
খরতর তরবারে, রুধির প্লাবন॥
জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব আহা, হ'ল বিস্মরণ।
অনায়াসে হাসে সুখে, করিয়া নিধন॥
কামের মোহনে মুগ্ধ, মানবনিচয়।
কামনা পূরণে নিজ পরাঙমুখ নয়॥

বিলাসিত ললনার, ললিত লপনে।
ব্যর্থকাল, নাহি ভাবে, পরমার্থ-ধনে॥
লোভের লালসে লোক, লোলুপ সতত।
প্রভূত বিভব ভুঞ্জে, না হয় বিরত॥
যত পায় আশা তত, বাসা করে মনে।
ধনের বাসনা মাত্র, অশুভ সাধনে॥
মোহ-মেঘে আচ্ছাদিত, নর-চিত্তাম্বর।
সঞ্চারে অজ্ঞানরূপ, তিমির প্রবর॥
আশু আবরণ কার, বিবেক-ভাস্কর।
ঈশ চিন্তা চিত্ত হ'তে, করিল অন্তর॥
মদতেজে মত্ত হয়ে, মানস সরস।
স্বাধীন হইল নহে, নিয়মের বশ॥
দুশ্চিন্ত দুর্দান্ত দুষ্ট, রিপু দুরাচার।
ক্রমে ক্রমে পরাক্রম, করিল প্রচার॥
সহজে বিজয় করি, মানবের মন।
নিজ নিজ অভিমতে, করে নিয়োজন॥
স্বভাবতঃ নরগণ, সহায় বিহীন।
চিত্ত চপলতা হেতু, দিন দিন ক্ষীণ॥

ললিত—কোমল, মনোজ্ঞ। লপন—কথন।

১

শম আর দম নামে দুই সহোদর।
আইলা অবনি পরে, রক্ষিতে অরক্ষ নরে,
প্রচণ্ডের চূড়ামণি শান্ত যোধবর ॥
ভ্রান্ত রিপুকুল তাহে হইল কাতর ॥

২

কিন্তু তারা দৃঢ় মনে হ'ল একতান।
অচির-বিজিত যাহা, ত্যজিতে কি পারে তাহা,
স্বাধীনতা যাবে বলি বাড়ে অভিমান ॥
কে ছাড়ে থাকিতে প্রাণ বিজয়-নিশান? ॥

৩

এমনি মোহিত নর রিপুর মোহনে।
অধীনতা সুখভুক, করিয়াছে সবে মূক,
সর্ব্বদা সৌহৃদ্য-ভাবে বাস তার সনে ॥
আশা নাই স্বাধীনতা-সুখের মিলনে ॥

৪

সহৃদয় শম দমে শ্রদ্ধা নাহি করে।
হইয়া অরাতি বশ, ছাড়িয়া মধুর রস,
বিরস বিষয়ামোদে ভুলি কাল হরে ॥
ভুলাইল মরীচিকা কুরঙ্গ-নিকরে ॥

শম—শান্তি-গুণ। দম—সংযম।
মরীচিকা—মৃগতৃষ্ণা।

৫

ষড় ভ্রাতা ষড়যন্ত্র করিল অশেষ।
দ্বিগুণ বাড়িল দ্বেষ, সকলেরে দেয় ক্লেশ,
হৃদয়ে নাহিক মাত্র করুণার লেশ ॥
নাহি দিল শম দমে করিতে প্রবেশ ॥

৬

দিন দিন মনুজের, মন হীনতর।
স্বতন্ত্র অমূল্য ধন, করিলে যে বিতরণ,
পুনশ্চ অর্জ্জন করা বড়ই দুষ্কর ॥
বহুকাল অস্তমিত বিবেক-ভাস্কর ॥

৭

উপদেশ সুসঙ্গীতে সকলে বধির।
সহজে স্বায়ত্ত ভার, উভয়ে ভাবিয়া সার,
সুযোগ সন্ধান করে হইয়া সুধীর ॥
আশা-ফুল নাহি ফুটে হইলে অস্থির ॥

৮

কিন্তু সে বাসনা-বল্লি অচিরে সুখায়।
বিফল সকল বল, ক্রমশঃ প্রবল দল,
অনুচর বহুতর করিল ত্বরায় ॥
নরকুল-কুলক্ষণ ধূমকেতু প্রায় ॥

মনুজ—মনুষ্য। স্বতন্ত্র—স্বাধীন। বল্লি—লতা।

৯

নভঃস্থলে তেজোরাশি প্রভাকর ভায়।
ক্ষণ বিচরণ করি, কমনীয় কায় ধরি,
অতিক্রমি ক্রমে ক্রমে আইল ধরায়॥
সহসা শোভিল রসা বিশুদ্ধ বিভায়॥

১০

বিমল বিজ্ঞান দাতা পূত জ্ঞান নাম।
নাহি আদি বৃদ্ধি ক্ষয়, ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব হয়,
শিবময় ব্রহ্মলোকে সদা তার ধাম॥
অবশ্য রিপুর বল হইবে বিরাম॥

১১

উল্লাসিত শম দম পিতৃ-আগমনে।
সম্ভ্রমে বাহির হয়ে, পদরেণু শিরে লয়ে,
সমাচার শুনাইল বিষাদিত মনে॥
সান্ত্বনা বচনে জ্ঞান তোষে পুত্রগণে॥

১

পলকে পশিল নর-হৃদয় বিবরে,
চকিতে সঞ্চারে তথা আলোক চপল;
যথা ইরম্মদ-দ্যুতি মেচক অম্বরে,
কিন্তু ক্ষণ-স্থায়ী নহে, রহিল অচল।

ইরম্মদ—বিদ্যুদগ্নি। মেচক—অন্ধকার

২

জ্ঞানের সমতা নহে রত্ন রাজী-ভায়,
বিদুর হইবে গুণে বিদূরজ মণি ;
খনির গর্ভেতে মণি অঙ্গারের প্রায়,
জ্ঞান-মণি আলো করে মন-রূপ খনি।

৩

অরুণ-কিরণ মাত্র বাহ্য-তম-হর,
পশিতে না পারে কভু কাহার অন্তরে ;
কিন্তু এ জ্ঞানের জ্যোৎস্না, খর, সুধাকর,
প্রবেশি উজলি দেহ, স্নিগ্ধ-গুণ ধরে।

৪

চন্দ্রমার রজঃ-কান্তি শান্তিদ নিশ্চয়,
কিন্তু বিকাশিতে নারে কমল-মুকুল ;
জ্ঞানের কৌমুদী যবে বিস্তারিত হয়,
পুলকে ফুল্লিত হৃদি-রাজীব বিপুল।

৫

এবে শম দম দোঁহে সুযোগ পাইল,
(অরাতি-বিরতি-আশা, ফলবতী হবে) ;
স্বর্গীয় শূরের সঙ্গে সত্বর মিলিল,
পরস্পর সাহায্যেতে বলীয়ান্ সবে।

ভা—দীপ্তি। বিদূরজ—বৈদূর্য্য মণি
হৃদি-রাজীব—মন-রূপ পদ্ম।

৬

বারুদ সহিত যথা অনল মিলিলে,
সহসা জ্বলিয়া উঠে, ভীষণ আকারে ;
আগুন দ্বিগুণ চণ্ড হয় এক তিলে,
তেমনি তেজস্বী তিনে মিলি একাধারে।

৭

কাঁপিল রিপুর দল আতঙ্ক-শীকরে,
জানিল বিপক্ষ-বল সহনীয় নহে ;
দীপাবলি কাঁপি কাঁপি যথা বায়ু ভরে
ইতস্ততঃ অবনত, স্থির নাহি রহে।

৮

প্রতাপী আতপে যথা তারকা নিকর,
হীন-দীপ্তি, ম্লানমুখ, মিট মিট করে ;
তেমনি জ্ঞানের বিভা হ'ল ক্লেশকর,
প্রভাব রহিত রিপু, দুঃখে কাল হরে।

৯

গোপনে রহিল নর-শরীর মাঝারে,
সুযোগ পাইলে সবে বাহিরায় ক্রমে ;
দিবসে লুকায় যথা উলূক আন্ধারে,
রজনীর সমাগমে ইচ্ছামত ভ্রমে।

শীকর—জলকণামিশ্রিত বাতাশ।
উলূক—পেচক।

১০

শিথিল-সতর্ক যবে জ্ঞান পুত্র সনে,
বিবশ রিপুর দল প্রকাশ তখন ;
তস্কর নিবাসে যদি পল্লি-প্রান্ত-বনে,
নির্ভয়ে থাকিতে কেহ পারে কি কখন

১১

একান্ত বিরক্তমনা শম দম ধীর,
নিশ্চিল দুর্দান্ত দলে নির্ব্বাসন বিধি ;
নতুবা নিয়ত নরে করিবে অস্থির,
হারাবে অমর-প্রিয় নর জ্ঞান নিধি।

১২

এতেক চিন্তিয়া দোঁহে দমি রিপু-বল.
(যথা করি-অরি হরি করি-যূথ দমে,
ভৈরব আরবে তার সকলে বিকল,)
শরীরি-শরীর হ'তে তাড়াইল ক্রমে।

১৩

তাড়িত হইল যদি শম দম বলে,
জীব-কুল দুঃখ-মূল দুষ্ট রিপুগণে ;
আনন্দ-পীযুষ-হ্রদে মগ্ন নর-দলে,
শান্তি-সুখে সদা সুখী জ্ঞানের পূজনে।

পীযূষ-হ্রদ—অমৃত-স্রোত

১৪

ছাড়িয়া সত্বরে এবে অমরের দেশ,
স্বামী পুত্র বিরহেতে অধীর অন্তরে,
আইলা "সুমতি" সতী করিতে উদ্দেশ,
না জানি কি ঘটিয়াছে পার্থিব-সমরে।

১৫

অদূরে দেখিলা মতি জ্ঞান-জয়কেতু
"প্রসাদ", মানস-তোষ, জীব-সুলক্ষণ,
প্লাবিত সুখের স্রোত ভাঙ্গি দুখ-সেতু,
ক্রমে ক্রমে উপনীত জ্ঞানের সদন।

১৬

আনন্দে ভাসিলা জ্ঞান, সোহাগে সম্ভাষি
বসাইলা মর মন চারু সিংহাসনে ;
সম্ভ্রমে প্রণামে পরে শম দম আসি,
তুষিলা দুজনে মতি স্নেহ-আলিঙ্গনে।

১৭

অজস্র আনন্দ-অশ্রু মতির নয়নে
ঝরিতে লাগিল, যথা বরিষা-সময়,
ঝর ঝর ঝরে বারি আকাশ-বদনে
মেঘময়,—কিন্তু তাহা শোভার নিলয়।

সুমতি—সদিচ্ছা।
পার্থিব—পৃথিবী-সংক্রান্ত।

১৮

কতক্ষণ পরে মতি বাষ্প সম্বরিলা,
কহিতে লাগিলা স্নেহে আশিষি তনয়ে ,
তাঁহার প্রসাদে পুত্র,—বিজয়ী হইলা
যাঁহার কৃপায়,—থাক চির সুখী হয়ে।

১৯

পরে সতী পতি প্রতি কটাক্ষ করিয়া
জিজ্ঞাসিলা কুতূহলে বারতা সকল ;
(পড়িল সুধাংশু হ'তে উথলি অমিয়া,
জ্ঞানের শ্রবণ-যুগ-চকোর পাগল)

২০

একে একে শত্রুদল-নাম উচ্চারণ,
আকৃতি, প্রকৃতি, বল, অত্যাচার যত.
বলিলা যেমন দুখে ছিল জীবগণ,
যেরূপে তাড়িত রিপু প্রভাব বিগত।

২১

শিহরি কহিলা সতী পতি সম্বোধনে,
(কম্পিত ভয়েতে যথা শজারু চকিত,)
শত্রু এল এল যেন হইতেছে মনে,
যাই আমি স্বর্গে পুন না হ'তে অহিত।

আশিষি—আশীর্ব্বাদ করিয়া। অমিয়া—সুধা।
প্রসাদ—প্রসন্নতা।

২২

আশ্বাসি কহিলা জ্ঞান, কি ভয় তোমার
রিপুকুলে প্রিয়তমে! আসিবে কেমনে
তারা, মম দেহ-জ্যোতি সহনে যে ভার
শত্রু-পক্ষে, থাক প্রিয়ে! সদা সুস্থ মনে

২৩

তবু কি অরাতি-ভয় হ'ল না বিগত,
জানি বামা-কুলে আমি সহসা সভয়
অলীক ঘটনা ভাবি, অনুতাপে রত,
এখনি করিব তব আশঙ্কা বিলয়।

২৪

আদেশিলা শম দমে,—ডাকিয়া সত্বরে
সুধীর "সাধনে" হেথা, রক্ষিতে এ পুর
সাবধানে বল তারে, আসিতে ভিতরে
যেন নাহি পারে কভু রিপু-কুল ক্রূর।

২৫

পিতার নিদেশে দোঁহে ডাকিয়া সাধনে,
কহিলা সকল কথা বিশেষ করিয়া;
প্রতিজ্ঞা করিলা বলী আদেশ পালনে,
রক্ষিতে লাগিলা পুর সতর্ক হইয়া।

২৬

সাধন,—প্রশান্ত মূর্ত্তি পাপ তাপ হর,
কামদ, সুখের মূল, ধার্ম্মিকের প্রাণ ;
শান্তি-বিধায়ক সদা স্বজন ভিতর,
অথচ বিপক্ষ পক্ষে রাক্ষস সমান।

২৭

ভাবিতা "কুমতি" এবে রিপু-বিলাসিনী,
(ব্যস্ত সর্ব্ব জীব যার আদেশ পালনে,
ছয় জন সোহাগে যে ছিল প্রমোদিনী,)
প্রিয়-হীনা পলাইল বিদূর বিজনে।

রিপুদল দুরাচার, কদাচারে রত।
বিষম বিলাসি-মতি, না হয় বিগত॥
প্রভুতা প্রভূত মান, করেছে প্রয়াণ।
তাহাতে তাড়িত হয়ে, মনে অভিমান
বিশঙ্ক বিপক্ষগণ, বলিষ্ঠ প্রধান।
সহজ "ত" নয় ভাবী, বিজয় বিধান॥
কেমনে এমন ধনে, হইবে বিরত।
অচির-উদিত-ভানু, চির-অস্তগত॥

সাধন—কার্য্য-সমাধানোপায়।
কামদ—অভিলাষপ্রদ। কুমতি—অসদিচ্ছা।
প্রমোদিনী—প্রকৃষ্ট-হর্ষ-যুক্তা।

বাসনা বিরোধ হেতু, বিরোধীর সনে।
ভাবিয়া ভয়াল দলে, ভয়োদিত মনে॥
অন্তরে আতঙ্ক কিন্তু, ইচ্ছা গুরুতর।
স্বভাব নিবাস করে, সকল উপর॥
নিষঙ্গী নিশাদ যদি, হয় যোগিবর।
হরিণ হেরিলে হবে, চঞ্চল অন্তর॥
এখন তাহার মন, ঈশ্বরে যোজিত।
অগ্রের অভ্যাসে কিন্তু, অন্তর চকিত॥
মানস কলুষ ভাব, করিলে ধারণ।
সম্যক্ বিমল তাহা, না হয় কখন॥
স্বভাব শোধন করা, অতীব দুষ্কর।
তাড়নায় কভু নয়, স্থবিত অন্তর॥
বরঞ্চ তাহাতে ঘটে, বিপরীত ফল।
না হইয়া তিরোহিত, ক্রমশঃ প্রবল॥
সময়েতে উপদেশ, যদি প্রাপ্ত হয়।
ক্রমেতে হইতে পারে, দুর্ম্মতির ক্ষয়॥

ষড়বর্গ বিমর্দ্দিত, জ্ঞানবলে।
পরহিংসানলে মনে, বহ্নি জ্বলে

নিষঙ্গী—তূণধারী। নিশাদ—ব্যাধ

চির অস্তাচলে গত, বাল-রবি।
অচিরে তিমিরাবৃত, মুগ্ধ-ছবি॥
তাহাতে অবমাননা, সহ্য নহে।
প্রতিহিংসা হেতু মতি, ব্যগ্র রহে॥
সকলে সদলে মিলি, দম্ভ ভরে।
নিজ বিশ্বজয়ি-জোর, শ্লাঘা করে॥
কষণী, রসনা ঘষি, কড় কড়ে।
ধুত দেহ, যথা তরু, ঘোর ঝড়ে॥
ক্রূর ক্রোধ কথা কহে, রুষ্ট মনে।
তাহে ভীত মতি অতি, শিষ্ট জনে॥
ধরণী-তলে কে হেন, বীর্য্য ধরে।
নিকটে আসিয়া মম, দ্বন্দ্ব করে॥
অরুণ, বরুণ, যম, জিত রণে।
রিপুদল পলাইবে, ভীত মনে॥
রবি-রশ্মি সম তেজ, তীক্ষ্ণ ধরি।
পলকে পশিব বপু, ভেদ করি॥
কার দাপ হেন মম, তাপ সহে।
আহবে রহিবে কোন, বীর অছে?॥
চকিতে চালিতে পারি, ভুজ-বলে।
অটল অচলে দূর, সিন্ধু-জলে॥

বাল-রবি—নবোদিত সূর্য্য।
ধুত—কম্পিত। আহব—যুদ্ধ।

প্রলয়ে বিলয়ে শিব, ভীষ্ম যথা।
হেরিবে সকলে আমি, ভীম তথা॥
একতান মনে মম, বাক্য ধর।
সবে প্রাণপণে ঘোর, যুদ্ধ কর॥
নহে হে! ইহাতে অসু, নাশ হবে।
ধরণী উপরে ইথে, কীর্ত্তি রবে॥
যদি আশা পুরে চির, বাস সুখে।
সবে যুদ্ধ কর স্মরি, পূর্ব্ব দুখে॥

ক্রোধের কুলিশ-বাক্যে, করি প্রতিবাদ।
কাম কহে কেন মিছা, ঘটাবে প্রমাদ॥
সহসা করিতে কার্য্য, যুক্তিযুক্ত নয়।
হিত না হইয়া তাহে, বিপরীত হয়॥
দুই যোধ প্রাণপণে, যদি করে রণ।
অবশ্য তাহাতে হবে, একের নিধন॥
সংশয় যাহার ফলে, নাহিক নিশ্চয়।
তাহাতে নির্ভর করা, উচিত না হয়॥
তবে যদি আর কিছু, না থাকে উপায়।
অগত্যা ভাবিয়া ল'বে, করণীয় তায়॥
বিশেষ বিপক্ষগণ, নহে যে দুর্ব্বল।
বৃথা আস্ফালন শেষে, হইবে নিষ্ফল॥

অসু—প্রাণ। কুলিশ—বজ্র।

স্মরণ কর হে ভ্রাত! অরাতির কার্য্য।
নির্ব্বাসিল ক্ষণমাত্রে, হয়ে অনিবার্য্য॥
উত্তরিল ক্রোধ শুনি, কামের বচন।
না পারি হইতে আশু, ক্লেশ বিস্মরণ॥
যেরূপ দিয়াছে দুঃখ, দুষ্ট অরিগণ।
ভুলিতে পারিব কি হে, হইলে মরণ?
মান-হীন জীবনের, নাহিক গৌরব।
মরণ মঙ্গল যদি, ভুঞ্জে সে রৌরব॥
দলিত কুসুম-দল, হীন-পরিমল।
আদর করিয়া থাকে, কে কোথায় বল॥
সাহসে করিয়া ভর, কর সবে রণ।
অবশ্য বিপক্ষ-পক্ষ, পাইবে নিধন॥
আক্রমিতে শত্রু-দলে, যদি কর ভয়।
একাকী যাইব আমি, পরাঙ্মুখ নয়॥
ইরম্মদ তুচ্ছ তেজে, অরাতি ভিতর।
পশিয়া নাশিব সবে, দেখিবা সত্বর॥
উপলক্ষ মাত্র থাক, আত্ম-রক্ষা করি।
কিরূপ কৌশলে আমি, মারি দেখ অরি॥
সান্ত্বনা বচন কাম, কহে ক্রোধ প্রতি।
একান্ত অধীর হওয়া, বাল-বুদ্ধি অতি॥

রৌরব—নরক।

বাক্য ধর, যুক্তি কর, কামনা পুরিবে।
যুদ্ধে পরাজিত হ'লে, জগত হাসিবে ॥
হতাশ হইয়া শেষে, বিরস অন্তরে।
ফিরিতে হইবে পুন, অভিমান ভরে ॥
অথবা জীবন নষ্ট, কষ্টভোগ সার।
বাঁচিলেও আশা-হীন, প্রাণ ধরা ভার ॥
কোন কার্য্য সাধ্য নহে, করিলে কৌশল
সকল বলের মধ্যে, বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ বল ॥
"বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য", মহাজন-উক্ত।
শশক সংহারি সিংহে, অনায়াসে মুক্ত ॥
সেরূপ চাতুরী যদি, ঘটে না ঘটিত।
জুটিলে অযুত কভু, বিজয়ী নহিত ॥
অতএব দেখ ভ্রাত! বুদ্ধির প্রভাব।
সকল সম্পূর্ণ যাহে, না থাকে অভাব ॥
এমন উপায় ছাড়ি, রোষ-পরবশে।
করিলে ভীষণ পণ, অশুভ পরশে ॥
অনুমোদি কাম-বাক্য, অন্য রিপুগণ।
ক্রোধের করেতে ধরি, করিল বারণ ॥
পরে সবে সমবেত, অতি শান্ত মনে।
শত্রুর সংহার-যুক্তি, আশু উদ্ভাবনে ॥

প্রথম ভাগ ঋজুপাঠের প্রথম উপাখ্যান দেখ।
অনুমোদি—অনুমোদন করিয়া।

রিপুদল বসি, ভাবিছে সবে।
বিপক্ষ বিনাশ, কেমনে হবে॥
সারযুক্ত উক্তি, যুক্তির ছলে।
শোধিতে উপায়, তর্কের বলে॥
বিষম বলিষ্ঠ, অরাতিকুল।
অবনি উপরে, না হেরি তুল॥
সমূলে সংহার, সংগ্রামে হয়।
আমাদের বলে, সম্ভব নয়॥
সকলে সতর্কে, কৌশল করি।
প্রতিজ্ঞা পূরণে, মারিব অরি॥
এক জনে লহ, কার্য্যের ভার।
সকলে সাহায্য, করিব তার॥
নতুবা উপায়, শিথিল হ'বে।
বাসনা পূরিবে, কেমনে তবে॥
সঙ্কেতে শুনিয়া, শত্রুর দল।
সতর্ক হইলে, বৃথা সকল॥
কাম কহে আর, সময় নাই।
এই স্থির, আমি, আগেতে যাই
তোমরা সকলে, সুযোগ-ক্রমে।
সাবধান হয়ে, আইস ক্রমে॥

উপদেশি সঙ্গিগণে, চপলা গমনে
চলিলা চতুর কাম, স্বকাম সাধনে
সাবধানে, চোরবেশে ;—নিষাদ যেমন
উত্তুঙ্গ উদ্ভিদ-শিরে করে আরোহণ
নিঃশব্দে, হরিতে আহা ! শাবক রতন ;
না জানে বিহগমাতা শত্রু আগমন।
দেখিলা যাইয়া তথা, করিছে ভ্রমণ
রক্ষোবেশে পুররক্ষী অসম "সাধন"
সতর্কে,—নির্ভয় জীব তাহার প্রসাদে !
যথা, যবে লঙ্কাপুরে ডুবিলা বিষাদে
মারুতি, মরুত-গতি লঙ্ঘি রত্নাকরে,
(উচ্ছ্বসিত ফেনরাশি তরঙ্গ উপরে,
কল্লোল অম্বরে উঠি বায়ুবলে, জলে
আকর্ষি পাতিছে সর্ব্ব নভচর-দলে,)
আশা মায়াবিনী-বাণী শুনিয়া শ্রবণে,
তুচ্ছ করি সর্ব্বক্লেশে, কীর্ত্তির ভবনে
বিশ্রাম লভিতে চির ;—দেখি চমকিলা
চামুণ্ডার চণ্ডমূর্ত্তি, বেপথু, রোধিলা

চপলা—তড়িৎ, বিদ্যুৎ। পাতিছে—অধঃক্ষেপণ করিতেছে।
তুঙ্গ—অত্যুচ্চ। চামুণ্ডা—কালী।
মারুতি—পবনপুত্র, হনুমান্। বেপথু—কম্পন।
মরুত-গতি—বায়ুর ন্যায় গমনশীল।

ভীমনাদ-প্রসবিনী বীর-কণ্ঠ শ্বাসে।
তেমনি "সাধনে" হেরি কাম কম্প ত্রাসে।
কিন্তু কি হতাশ কভু যুক্তি-বলী জন
পড়িলে বিপদে? আশু করি উদ্ভাবন
সুউপায় যুক্তিবলে, মুক্ত অনায়াসে।
দাসী-বেশে উত্তরিল "মতির" সকাশে।--
যেন পার্থ ছদ্মবেশে বিরাট-ভবনে
গেলা বৃহন্নলা-রূপে, বদ্ধ ভ্রাতৃ-পণে:
পাশায় হারিলা যবে শকুনি-কুহকে
যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-ধাম।—মা, বলি পুলকে
করুণে ডাকিলা কাম, অমনি গলিল
আনন্দে "সুমতি" মন, স্নেহে উত্তরিল:
ললনা-কুলের হৃদি বৎসল আধার।
ধর্ম্ম সাক্ষী করি লৈল পোষণের ভার।
রহিল সুযোগে কাম সুমতি-সদনে,
জীবদল দেহে, কিন্তু সচকিত মনে;
ঘটিবে জঞ্জাল যদি জানে শত্রু কেহ,
শাস্তি দিয়া ছাড়াইবে নর-দেহ গেহ।
রহিল চতুর সদা সুমতি সকাশে,
তুষিল আদেশ পালি:—কর্ত্তা প্রীত দাসে,

পার্থ—অর্জ্জুন। গেহ—আবাস-ভবন।

ইঙ্গিতে অনুজ্ঞা যদি করে সে পালন।
ভুলি স্থানান্তরে কাম না করে গমন।
সত্বরে হইল বশ কাম উপাসনে
সুমতি সরলমনা, জানিবে কেমনে
অরাতি দুহিতা-ভানে প্রবেশি নিবাসে
কৌশল করিছে সদা স্বজন বিনাশে।
বুঝিল চাতুরী কিন্তু শম দম ধীর
নিরখিয়া ভাব ভঙ্গি, হইল অস্থির
ক্রোধে, শাসিতে বাসনা ;—গৃহিণী সন্তোষ
যে দাসীর প্রতি, কোথা পুরবাসী রোষ
স্পর্শিতে তাহারে পারে ;—বিনষ্ট সকল
দুর্জ্জন-দমন-আশা, উদ্যোগ বিফল।

১

অনুতাপি শম দম বিরত হইল।
যদিও বিরাগ মনে, জননী-সন্তোষ জনে,
অগত্যা আত্মীয় বলি, ভাবিতে লাগিল॥
না করিল আর কভু, দমন উদ্যোগ।
"সুমতি" সন্তুষ্ট কামে, বুঝি জীবগণ।
সকলে একান্তমনে, শুভ ভাবি তার সনে,
প্রমোদে লাগিল কাল, করিতে ক্ষেপণ॥
বিলাস আসিয়া ক্রমে, দিল তাহে যোগ॥

২

শ্রেষ্ঠ কুল নর বাঞ্ছা, বিলাসেতে নীত।
মন্দতরু-বীজচয়, দৈবাৎ পড়িলে হয়,
কর্ষিত উর্ব্বরা ভূমে, আশু অঙ্কুরিত ॥
তাই কি শিক্ষিত মনে কলুষ সঞ্চার।
ভুলিয়া সকলে আহা! কামপ্রলোভনে!
বিলাসের অনুচর, হয়ে মুগ্ধ নিরন্তর,
মাতিল মানবকুল, আসব সেবনে।
বিরাগে ঘটিল তাহে, জ্ঞানের বিকার।

৩

ছিদ্র অন্বেষক মদ, সুযোগ বুঝিল।
সীধু সহ সংমিলিত, হয়ে সর্ব্ব-অলক্ষিতে,
মানব-হৃদয় মাঝে, সহজে পশিল ॥
নলের শরীরে যথা, কলির প্রবেশ।
প্রবেশি দেখিলা কামে, মহিলার বেশে।
বুঝিল চাতুরী বলে, মোহিয়া অরাতি-দলে,
জীব সবে অনুগামী, করিয়াছে শেষে ॥
নাহি কার হৃদয়েতে, সন্দেহের লেশ ॥

বিলাস—আমোদ। কর্ষিত—চষিত, চাষ করা।
আসব ও সীধু—মদ্য। মোহিয়া—মুগ্ধ করিয়া।

৪

ভ্রাতৃ-সমাগমে কাম, নির্ভয় হইল।
দ্বিগুণ উৎসাহ ভরে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে,
মদের সংযোগ সবে, বিকল করিল॥
আসব কি এই হেতু, খ্যাত মদ বলি।
কেন আসবের নাম, মদ নাহি হবে?
মদ যে তাহার সঙ্গে, শম অঙ্গে পশি রঙ্গে,
আচম্বিতে হৃদি-মাঝে, মজাইল সবে॥
আসবে তাহার গুণ, সংযুক্ত সকলি॥

৫

আসব প্রভাবে সবে, বিভোর দেখিয়া।
ক্রমে আর চারি জনে, শনৈঃ পদ-সঞ্চারণে,
মিলিতে সোদর সনে, উপস্থিত গিয়া॥
দেখিল মাদক-বেশে, মদের বিহার।
একান্ত ভুলেছে লোক, কামের ছলনে।
সুমতি স্তিমিত তায়, শম দম শীর্ণপ্রায়,
আদরে মদের পূজা, হৃদয়-সদনে॥
আছে কি না আছে তথা, জ্ঞানের সঞ্চার॥

৬

ভ্রাতৃগণ আগমনে, মদ উল্লাসিত।
সর্ব্ব জনে সমাদরে, স্নেহ আলিঙ্গন করে,

শনৈঃ—অদ্রুত। স্তিমিত—আর্দ্র। সদন—গৃহ।

শুভ দিন সমাগমে, আনন্দে গলিত॥
অবিলম্বে কাম আসি উপনীত তথা।
দেখি কামে চারি জন, সম্ভ্রমে সম্ভাষি,
হাসি দুই হাত ধরি, বলিল বিনয় করি,
ভাল ভুলায়েছ সবে, কৌশল প্রকাশি॥
মোহিনী অসুরগণে, ভুলাইল যথা॥ *

৭

কহিতে লাগিল কাম, সজল নয়নে।
করিয়া কষ্টের শেষ, আশা পূর্ণ অবশেষ,
এই বেশে প্রবেশিয়া, শত্রুর সদনে॥
এবে দেখ নরচয়, মম আজ্ঞাধীন।
সুমতি স্নেহেতে মুগ্ধ, সদা আছে বশে।
শম দম বল-হীন, জ্ঞানের ভরসা ক্ষীণ,
দেখিয়া সকলে প্রীত, আসবের রসে॥
সোদর মদের বল, বৃদ্ধি দিন দিন॥

৮

এতেক বলিয়া কাম, নিরব হইল।
কহিতে লাগিল সবে, হৃত-রক্ত বল করে,
অশেষ আয়াস ভিন্ন, কোথা কে পাইল?
সার্থক এখন তব, ধিষণা-কৌশল।
এইরূপে করে তারা, প্রিয়-আলাপন।

---

* সমুদ্রমন্থনের পরে। ধিষণা—বুদ্ধি।

সম্ভ্রমেতে জীবগণে, আগন্তু সকল জনে,
উপাস্য দেবতা ভাবে, করিল পূজন ॥
একেবারে তিরোধান, শম দম বল ॥

১

হইল জীবের বপু, রিপুর আবাস।
জ্ঞান বিনিময়ে সদা, ভ্রমের আভাস ॥
মোহিত হইল মন, কামের মায়ায়।
পশিল পলাশে অলি, মধুর আশায় ॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়।
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায় ॥

২

কোথা জ্ঞান,—কোথা গেলে, বল এ সময়
তোমার পালিত নর, পাপে হয় ক্ষয় ॥
পুন কি হে ব্রহ্মলোকে, করেছ প্রয়াণ।
রিপু-সহবাস ভাবি, বিষের সমান ॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায় ॥

তিরোধান—অন্তর্ধান, লুক্কায়িত।
আভাস—দীপ্তি, প্রতিবিম্ব।

আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায় ?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায় ॥

৩

যদি তাহা সত্য হয়, কেমনেতে গেলে।
সুশীলা "সুমতি" সতী, রিপু-করে ফেলে ॥
যদি বল শম দম, করিবে রক্ষণ।
কিরূপে পারিবে তারা, কিশোর দুজন ॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায় ॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায় ?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায় ॥

৪

প্রথমে যখন তারা, এখানে আইল।
রিপুতঙ্কে দেহি-দেহে, পশিতে নারিল ॥
সাহসী হইয়া দোঁহে, তব আগমনে।
প্রবেশি শাসিল পরে, বলী রিপুগণে ॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায় ॥
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায় ?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায় ॥

কিশোর—বালক। তঙ্ক—প্রতারণা

৫

তোমায় না দেখি এবে, উচাটন হবে।
রিপুর বিপুল দাপে, সভয়েতে রবে॥
আর কি করিবে তারা, বিজয়প্রয়াস।
হয় 'ত' ত্বরিত হবে, তুজনার নাশ॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়।
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

৬

বিরক্ত হইয়া যদি, "সুমতির" প্রতি।
ছেড়ে থাক সহবাস, মনোদুখে অতি॥
সময়েতে উপদেশ, কেন নাহি দিলে।
সরলারে চিরদুখে, তুমি 'ত' ফেলিলে॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়।
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

৭

যদি তুমি গোপনেতে, থাক এই খানে।
(কিন্তু এই কথা মম, মনে নাহি মানে॥)

তুমি জ্ঞান তোমার কি, এই ভাব সাজে।
হাসিবে এ কথা শুনি, সুরের সমাজে॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়।
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

৮

শম দম কেন দোঁহে, নিস্তেজ হইলে।
না বুঝিয়া পরিণাম, বিপদে পড়িলে॥
চিনিয়াও না করিলে, রিপু-প্রতীকার।
তাই 'ত' অরাতি-বল, হইল প্রচার॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়।
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

৯

যদি বল জননীর, আদরের জনে।
করিবে অমতে তাঁর, শাসন কেমনে॥
রিপুর চাতুরী যত, বলিলে বিশেষ।
কামে কি হইত আর, করুণার লেশ॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়॥

আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়।
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

১০

এখন ভীষণ ভাব, ধর এক বার।
স্ববলে সাধন কর, শত্রুর সংহার॥
তোমরা শূরের পুত্র, বীর দুই জন।
কেন যে গোপনে আছ,না বুঝি কারণ॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়।
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

যদি বল আছ গুপ্ত, সুযোগ আশায়।
লুপ্ত অ-কারের ন্যায়, কি ফল তাহায়॥
নাম মাত্র শম দম, কোথা তার কার্য্য।
আর কি করিবে শেষে, হ'লে অনিবার্য্য॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়।
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

১২

নারিলা সুমতি সতী, বুঝিতে তখন।
ক্ষীর দিয়া আশীবিষে, করিলে পোষণ॥
শাবক জঠরে ধরি, কর্কট নিধন।
কামুক কামের হাতে, তোমার তেমন॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়।
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

১৩

হারায়েছ প্রিয়পতি, জ্ঞান সহবাস।
কি সাহসে রিপুবাসে, করিছ নিবাস॥
কেমনে নয়নে দেখি, পুত্রের নিধন!
শোক-শরে দগ্ধ-দেহ, করিবে ধারণ॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়।
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়
রিপুর প্রভাব যাহে একেবারে যায়॥

১৪

ধরম-দুহিতা প্রতি, করিছ মমতা।
হবে কি তাহারে দেখি, দুখের শমতা॥

দলিবে তোমারে পদে, 'কুমতি' আসিয়া।
নয়নের জলে যাবে, বদন ভাসিয়া॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়।
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একে বারে যায়॥

১৫

এখনি প্রস্থান কর, পুত্রগণে লয়ে।
চিরসুখ-স্বর্গ-ধামে, ত্বরান্বিত হয়ে॥
সম্প্রতি বঞ্চিত হয়ে, তব সহবাসে।
আমোদে থাকিব পুন, প্রাপণের আশে॥
বাড়িল মদের বল, হায় হায় হায়।
কে আর রাখিবে জীবে, এ বিষম দায়।
আছে কি উপায় কিছু, আছে কি উপায়?
রিপুর প্রভাব যাহে, একেবারে যায়॥

বিনা সেই পরমেশ কারণ কারণ,
কে আর করিতে পারে কারণ বারণ;
নিখিল-তারণ জিনি জনম মরণ,
অশুভ হরণে তাঁর চরণ স্মরণ।

রিপু-বিহার গ্রন্থ সমাপ্ত।